তর্কসংগ্রহ-কৃত 'অপ্রমা'

লক্ষণ :- অন্নংভট্ট 'তর্কসংগ্রহ' গ্রন্থে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমার

লক্ষণে বলেছেন,"তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ"।

লক্ষণটির অর্থ :- অপ্রমা হল সেই রূপ অনুভব যার প্রকার এমন

এক ধর্ম যার অভাব ওই অনুভবের বিশেষ্যে থাকে। অর্থাৎ যে বস্তুতে যে ধর্মের অভাব রয়েছে তাকে যদি সেই ধর্মবিশিষ্ট রূপে অনুভব হয়, তাহলে তা হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।

উদাহরণ :- যেখানে শুক্তি(ঝিনুক)আছে ,সেখানে 'এটি রজত'(ইদং রজতম্) -এরূপ অনুভব হলে তা হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।এই জ্ঞানে শুক্তি যেমন বিষয় হয়েছে, তেমনি রজতত্বও বিষয় হয়েছে। এই স্থলে শুক্তি বিষয় হয়েছে বিশেষ্য রূপে এবং রজতত্ব বিষয় হয়েছে প্রকার রূপে । কিন্তু রজতত্ব ধর্মটি বস্তুত শুক্তিতে থাকে না ,শুক্তিতে রজতত্বের অভাব আছে। তাই রজতত্বের অভাবের অধিকরণে শুক্তিতে রজতত্ব প্রকারক অনুভব হওয়ায় তা অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।

অপ্রমার লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় অপ্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করেছেন। তিনি বলেন,'ইদং সংযোগি'- এটি প্রমা,কিন্তু অপ্রমার লক্ষণ এই স্থলে সমন্বয় হয়ে যায়। এর ফলে অপ্রমার লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

ন্যায় মতে,সংযোগ হলো একটি গুণ, আবার তা সম্বন্ধও বটে। কিন্তু সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি। কেননা রূপ বা অন্যান্য গুণের মতো সংযোগ যে দ্রব্যে থাকে তার সর্বাংশে থাকে না। যেমন -বৃক্ষের উপরিভাগে একটি কপি(বানর) বসে থাকলে বলা যায় 'বৃক্ষ কপিসংযোগবান্'। কিন্তু বৃক্ষের সর্বাংশে কপি সংযোগ আছে তা বলা যায় না। কারণ বৃক্ষের উপরিভাগে কপি সংযোগ থাকলেও বৃক্ষের নিম্ন ভাগে কপি সংযোগ নেই। '

'

'বৃক্ষ কপিসংযোগবান'-অনুভবটি হল প্রমা,যেহেতু এই স্থলে যে ধর্মটি
(কপিসংযোগ) প্রকার হয়েছে তা বিশেষ্য (বৃক্ষে)আছে। কিন্তু সংযোগ
অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় 'কপিসংযোগ' প্রকারটি বিশেষ্যে
(বৃক্ষে)নেই।কাজেই বৃক্ষের উপরিভাগে কপিসংযোগ থাকলেও
বৃক্ষের নিম্নভাগে কপিসংযোগ না থাকায় কপিসংযোগাভাবের
অধিকরণ বৃক্ষে কপিসংযোগপ্রকারক অনুভব হওয়ায়
'বৃক্ষকপিসংযোগবান্' অনুভবটিতে অপ্রমার লক্ষণ সমন্বয় হয়ে
গেল। অথচ বাস্তবে এই অনুভবটি যথার্থ। এইভাবে প্রমা স্থলে
অপ্রমার লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অপ্রমার লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে
দুষ্ট হয়।

অপ্রমার লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষের নিবারণ

অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় অপ্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা দূর করেছেন।তিনি বলেন যে অবচ্ছেদে যে সম্বন্ধের অভাব আছে , সেই অবচ্ছেদে সেই সম্বন্ধের জ্ঞান হলে তা হবে অযথার্থ অনুভব । এক্ষেত্রে'অবচ্ছেদ' শব্দের পারিভাষিক অর্থ হলো 'বিশিষ্ট অংশ'। 'বৃক্ষ কপিসংযোগবান্''-এরূপ জ্ঞান হলে তা হবে যথার্থ অনুভব বা প্রমা, যেহেতু বৃক্ষের কোন্ বিশিষ্ট অংশে (অবচ্ছেদে) কপিসংযোগ আছে-তা এই বাক্য ঘোষণা করেনা । 'বৃক্ষের এক বিশিষ্ট অংশে কপিসংযোগ আছে'-জ্ঞানটি যদি এরূপ হত ,তবে এই জ্ঞানকে অপ্রমা বলা যেত। অথচ আমাদের জ্ঞান হয় 'বৃক্ষে কপিসংযোগ আছে'।কিন্তু বৃক্ষের নিম্নভাগে কপিসংযোগ নেই ,অথচ যদি 'বৃক্ষের নিম্নভাগে কপিসংযোগ আছে'-এরূপ জ্ঞান হয়,তবেই তা হবে অযথার্থ অনুভব বা অপ্রমা।

কাজেই,অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন,"যে বিশিষ্ট অংশে সংযোগের অভাব আছে সেই বিশিষ্ট অংশে সংযোগের জ্ঞান হলে তা
হবে অপ্রমা,আর যে বিশিষ্ট অংশে সংযোগ আছে সেই বিশিষ্ট অংশে
সংযোগের জ্ঞান হলে তা হবে প্রমা"।তাই অপ্রমার লক্ষণের বিরুদ্ধে
অতিব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা অমূলক। সুতরাং,"তদভাববতি তৎপ্রকারকঃ অনুভবঃ অযথার্থঃ"-অপ্রমার এই লক্ষণটিই হল যথার্থলক্ষণ।

Thank You